দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

36

## শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী একটি ভাল পদক্ষেপ

আমাদের দেশে দরিদ্র পরিবারের শিশু ও উচ্চবিত্ত পরিবারের শিশুদের মধ্যে পার্থক্য, দরিদ্র পরিবারের শিশুরা সকালে ঘুম থেকে ওঠে প্রতিদিন বের হয় কাজের সন্ধানে আর উচ্চবিত্ত পরিবারের শিশুরা সকালে ঘুম থেকে ওঠে কেজি স্কুলে যায় লেখাপড়া করতে। তাই এসব গরীব শিশুদের জন্য সরকার আগস্ট '৯৩ থেকে 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী' নামে একটি নতুন কার্যক্রম চালু করেছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ পরিচালিত এই প্রকল্পের আওতায় একটি গরিব শিশু একমাসে নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত থাকলে তার অভিভাবককে ১৫কেজি গম দেয়া হবে। একজন অভিভাবকের একাধিক সন্তান স্কুলে গেলে তিনি পাবেন সর্বোচ্চ ৩০কেজি গম। বিধবা, দুস্থ মহিলা, ভূমিহীন, দিনমজুর ও অসচ্ছল পেশার পরিবার-গুলোকে এই সুবিধা দেয়া হবে। নিঃসন্দেহে বলা চলে এটা সঠিক ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ। তাই সরকারের এই উদ্যোগটি প্রশংসনীয়।

শুধু বিভিন্ন রকম কর্মসূচী গ্রহণ ও পালন করলেই তো আর নিরক্ষরতার হার কমানো যাবে না বলে আমি মনে করি। আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। একজন শিশু সাধারণত ৫/৬ বছর বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়। কিন্তু প্রত্যেক পরিবারের হাতের কাছে প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকলে শিশুরা কিভাবে স্কুলে যাবে? অধিকাংশ গরিব পিতামাতা সূর্যোদয়ের সাথে সাথে কাজে চলে যায়। তাই ২ কিলোমিটার বা ততোধিক পথ পায়ে হেঁটে একজন ৫/৬ বছর বয়স্ক শিশু কোন্ ভরসায় বিদ্যালয়ে যাবে। এই ব্যবস্থা নিরসনে সরকারকে প্রতিটি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা দরকার।

শুধু বিদ্যালয় সংকটই নয়, অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষিকার সংখ্যা খুবই কম। সেখানে একজন শিক্ষককে সারা মাস না হলেও অর্ধেক মাস গম উঠানো, পরিবহন, বিতরণ, হিসাব-নিকাশসহ বিভিন্ন অফিসিয়াল কাজ করতে হয়। অন্যদিকে সে স্কুলে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। একদিকে শিক্ষকের অভাব; অন্যদিকে অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রীর জন্য সে স্কুলে শিক্ষার মান নিম্নমুখী হওয়া স্বাভাবিক। তাই যেসব বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা কম সেখানে প্রয়োজনীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করা প্রয়োজন। সেই সাথে বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করা দরকার। তবেই শিক্ষিতের হার বাড়বে, শিক্ষার মান বাড়বে এবং বেকারত্বের হার কমবে।

মোঃ শফিকুল ইসলাম
বোসপাড়া(বাগানবাড়ী),
জামালপুর-২০০০